৫০

তারিখ 12 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের প্রতি শেখ হাসিনার নির্দেশ

পরীক্ষার ৩ মাস পূর্ব হইতে মিছিল-সমাবেশে অংশ নিও না

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সংগঠনের মূলনীতি শিক্ষা শান্তি ও প্রগতির মন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন। পরীক্ষার অন্ততঃ তিনমাস পূর্ব হইতে মিছিল-সমাবেশে অংশগ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়া তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ছুটির সময়ে তাহাদিগকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, তাহাদিগকে জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ছাত্র লীগের ৪৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রমনার বটমূলে আয়োজিত পুনর্মিলনী উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন,

(১১শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার ৩ মাস পূর্বে

(১ম পৃঃ পর)

বিগত ৪৮ বছর ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির প্রতিটি আন্দোলনে, সংগ্রামে ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছে। ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের জনগণের পাশে দাঁড়াইবার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, দেশবাসী আজ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করিতেছে।

'৮৮ ষ্টাইলের নির্বাচন হইলে জনগণ ইহাতে অংশ নিবে না, কোন ভোটার ভোট কেন্দ্রে যাইবে না। তিনি বলেন, ক্ষমতা ছাড়ার কোন রকম ইচ্ছা নাই প্রধানমন্ত্রীর। যে কোন মূল্যেই তিনি ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিতে চান। কারণ ক্ষমতা চলিয়া গেলে তিনি ভোট ডাকাতি করিতে পারিবেন না। তিনি বলেন, আমরা ক্ষমতায় যাইতে পারিলে লক্ষ্য থাকিবে ১০ বছরের মধ্যে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষতা দূর করা। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে দেশে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ২৬ ভাগ। উহার পর আজ পর্যন্ত ৩০ ভাগও শিক্ষিতের হার বাড়ে নাই।

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের উল্লেখ করিয়া শেখ হাসিনা বলেন অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ চাই। সত্যিকার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান না চালাইয়া আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগসহ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হয়রানি করা হইতেছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন ভারতের বাজারে পরিণত হইয়াছে। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ভারত আমাদের মিত্র শক্তি ছিল। মিত্র শক্তিরা যে দেশে যুদ্ধে সহযোগিতা করে সেখানেই থাকিয়া যায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মিত্র শক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মাত্র তিন মাসের মধ্যে ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে বলা হয় আমরা ঘৃণিতদের লইয়া কেন আন্দোলন করিতেছি? কেহ কেহ এ ব্যাপারে কলামও লিখিতেছেন। কিন্তু আমাদের আন্দোলনের পাশাপাশি কেহ যদি রাজপথে থাকে আমরা কি করিব? বরং রাতের অন্ধকারে জেল গেট খুলিয়া সেই ঘৃণিতদের হাত-পা ধরা হইতেছে প্রহসনের নির্বাচনে নেওয়ার জন্য। খালেদা জিয়া গোলাম আজমের হাত ধরিয়া ক্ষমতায় বসিয়াছেন। এখন এরশাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রহসনের নির্বাচন করিতে চাহিতেছেন।

ছাত্রলীগ সভাপতি এ,কে,এম, এনামুল হক শামীমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্নার পরিচালনায় পুনর্মিলনী মঞ্চে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের পরিচিতি তুলিয়া ধরা হয়। সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, ওবায়দুল কাদের, এম,এ, রশীদ, ইসমত কাদির গামা, ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, খ,ম, জাহাঙ্গীর, আবদুল মান্নান, সুলতান মোঃ মনসুর আহমদ, আবদুর রহমান, হাবিবুর রহমান হাবিব, শাহে আলম, অসীম কুমার উকিল, মাইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী ও ইকবালুর রহিম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আবদুর রহিম, সুধাংশু শেখর হালদার, বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং ছাত্র লীগের সাবেক নেতা সৈয়দ আহমেদ, শফিকুর রহমান, হাবিবুর রহমান খান, আহমদ আলী, বাদল রায় প্রমুখকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। শেখ হাসিনা বিগত ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিজয়ীরা হইতেছে 'বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক রচনায় প্রথম - ভিকারুন্নিসা নুন স্কুল ও কলেজের (ধানমণ্ডি) ছাত্রী নুজহাত লায়লা বৃষ্টি, দ্বিতীয় একই স্কুলের কাসাফিয়া শারমিন মৌসুমী, তৃতীয় হবিগঞ্জ জে, কে এণ্ড এইচ কে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ ছলিমউল্যাহ এবং স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শীর্ষক রচনায় প্রথম ঢাকার আইডিয়েল স্কুলের এ, কে, এম, শাহীন, দ্বিতীয় আনোয়ারা মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের সাফিয়া সুলতানা ও তৃতীয় ঝালকাঠি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের মনজুরুল ইসলাম ফুয়াদ।